হৃদয় জানালা

কত দূরের মানুষটা হঠাৎই কাছের হয়ে যায়। যায় দু'টো কথা দিয়ে। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'। হয়তো এ কথায় নয় 'তোমার কথা মনে হয়' কিংবা 'তোমাকে সেদিন স্বপ্নে দেখেছি'। অথবা এর থেকেও সাধারণ কোনো কথা। যার সারকথা আমি তোমাকেই ভালোবাসি। চাইলে লিখতে পারেন হৃদয় জানালা'র পাতায়... দূরের মানুষটিকে কাছের করে নিন। করে নিন একেবারে আপন...

শৈশবের বন্ধু

মাত্র ক্লাস টু থেকে থ্রিতে উঠেছি, তবু ইঁচড়েপাকার কারণে এ বয়সে সব বুঝি। এমন বয়সে বোধহয় গলাটা একটু ভালোই ছিল। শৈশবে ফেলে আসা চুয়াডাঙ্গা নুরনগর জাফরপুর স্কুলের ম্যাডামের নামটা আজ মনে নেই, শধু মনে আছে জাফর স্যারের নামটা। স্কুল ছুটির শেষে সব ছাত্রদের দাঁড় করিয়ে ম্যাডাম আমাকে গান গাইতে বলতেন, পল্লীগীতিই বেশি গাইতাম। ডিআইডি'র এগারো ছেলে-মেয়ের মধ্যে আমার সঙ্গে পড়তো টপি, আর ওর বোন রোজি ফোরে, মিনা সিক্স-এ। বিডিআর ২১ ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারের পাশেই আমাদের বন বিভাগ অফিস। যাওয়া-আসার সুবাদে আমার সঙ্গে প্রতিদিন দেখা হতো। আমার কেন যেন রোজিকে বেশি ভালো লাগতো। কোনোদিন আমি সে কথা বলতে পারিনি। স্কুল আঙ্গিনায় ওকে দেখলে দু কি.মি. হেঁটে যাওয়ার কষ্ট নিমিষেই ভুলে যেতাম। আজও আমি খুঁজি একটি মুখ যান্ত্রিক ঢাকা শহরে হাজার মানুষের মুখের ভিড়ে। শুনেছিলাম ১৯৯০ সালে আমরা বদলি হয়ে চলে আসার পর ওরা বদলি হয়েছিল। '৯৩/৯৪-এর মাঝামাঝি ভাইয়ার কাছে মিনা আপার একটা ছবি পেয়েছিলাম, তারপর আর দেখা হয়নি কারো সাথে, আর দেখা হলেই বা কি হৃদয় নিভৃতে লুকানো কথা তো বলা হয়নি, হয়তো রোজি অন্যের ঘরে, টপিও চলে গেছে। আমি যে অনেক বড় হয়ে গেছি চিনবে কেমন করে? ওরা কি জানে, আমি এখনও ফেলে আসা দিনের কথা মনে করে বেড়ে উঠছি। রোজিকে বলি 'মনের আকাশে কত খুঁজেছি গো তোমায়, মেঘের স্তরেস্তরে রাতের তারায় তারায়'। রোজি, টপি, মিনা আপা, তোমরা যেখানেই থাক, এ লেখা চোখে পড়লে আমাকে লিখ। আমি সাপ্তাহিক ২০০০-এ আবার লিখবো।

আবু মুছা, ১৮৯, এলিফ্যান্ট রোড, ৫ম তলা, ঢাকা-১২০৫

ক্ষতবিক্ষত হৃদয়

হৃদয়ের দ্বারে এখন আর হিমেল বাতাস বয় না। এখন হৃদয় শুধু ক্ষতবিক্ষত একাকিত্বের যন্ত্রণায়। মন শুধু বলে তোমার সঙ্গী খুঁজে নাও। কিন্তু কোথায় পাবো সঙ্গী? কেউ তো এলো না একাকিত্বের যন্ত্রণাগুলোর অবসান ঘটাতে। যদিও শত প্রবহমান ধারার পরে জীবনে থাকে সুখ, থাকে ভালোলাগা, ভালোবাসার স্পন্দন। তারপরেও জীবনের ডায়েরিতে অদৃশ্যকালিতে একটি শব্দ থাকে লেখা তা হলো মানুষ বড় একা। সেই একাকিত্বই ঘিরে ধরেছে আমাকে। ইচ্ছা ছিল কারো ভালোবাসার অদৃশ্য হাতছানিতে নিজেকে সমর্পণ করব। তারপর তার ভালোবাসার বৃষ্টিতে ভিজে সিক্ত হব। কিন্তু তেমন সঙ্গী কোথায় পাবো? কেউ তো আসে না এ জীবনে, তাই কেবল থাকে অপেক্ষার কষ্ট। জানি পৃথিবীতে এখনো এমন কিছু মানুষ আছে যারা সত্যিকারের মানুষ। যাদের ভালোবাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষায় কোনো স্বার্থ নেই। আমি সেরকম একজন মানুষের অপেক্ষায় আছি। হয়তো তার দেখা পাবো হয়তো পাবো না। তার পরেও অপেক্ষার প্রহর গুনে যাব। আজ থেকে প্রতিটি দুপুর, প্রতিটি বিকাল, প্রতিটি রাত, কাটবে অপেক্ষার যন্ত্রণায়।

মোঃ বোরহান উদ্দিন সানী, আটঘরিয়া রোস্তমপুর বাজার, পাবনা

ভালো লাগা...

দিপু, শুভেচ্ছা রইল। আমি সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকায় আপনার বিজ্ঞাপন দেখেছি। আর দেখা এবং পরিচয়বিহীন বন্ধুত্বে কিছুটা কৌতূহল তো থাকেই। যদিও আমার Pen-Friend অনেক আছে, তবে এ ধরনের অভিজ্ঞতা প্রথম। আমার নিজের সম্পর্কে আমার ধারণা এবং অনেকের মতে, আমার মনটা সুন্দর। আর আমার নিজের মত, আমি কথাবার্তা বলি খুব খোলাখুলি। যেকোনো কথা বা কাজ লুকানোটা আমার পছন্দ নয়। আশা করি আপনার মনের মতো বান্ধবী হবার যোগ্যতা আমার আছে। এবার ছবি পাঠাতে না পারার জন্য দুঃখিত। সেই সঙ্গে আপনার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানার আগ্রহবোধ করছি। ভালো লাগা, খারাপ লাগা জানিয়ে ছবিসহ লিখুন।

Jessica, প্রযত্নে : রণজিৎ বিশ্বাস, ২৬, আহসান আহমেদ রোড, খুলনা-৯১০০

প্রেমিকার স্বরূপ সন্ধানে

প্রেমিকার স্বরূপ সন্ধানের জন্য সাপ্তাহিক ২০০০ বর্ষ ৪ সংখ্যা ৪৬, ৫ এপ্রিল ২০০২ একটি প্রচ্ছদ কাহিনী তৈরি করে এবং একই সঙ্গে একটি মজাদার খেলার আয়োজন করে। পাঠকের কাছে ৫টি প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়ে আমরা পাঠকের প্রেমিকার সন্ধান দিতে পদক্ষেপ নিয়েছি। এ প্রেক্ষিতে পাঠকের কাছ থেকে আমরা অসংখ্য চিঠি পেয়েছি। সে সাথে সময় বাড়ানোর অনুরোধ করে অনেক ফোন। তাই চিঠি পাঠানোর মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সম্পাদকীয় বিভাগ। সুযোগ করে দিয়েছে আপনাকে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে।

এ ই খেলায় অংশ নিতে আপনাকে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে–

১. আপনার পড়া সাহিত্যের প্রিয় প্রেমিকা চরিত্রের নাম?
২. আপনার দেখা প্রিয় চলচ্চিত্র/টিভি গায়িকা বা অভিনেত্রীর নাম।
৩. এ দুটি চরিত্রের সঙ্গে আপনার ব্যক্তি জীবনে চেনা কোনো মেয়ের সঙ্গে বা আপনার প্রেমিকার সঙ্গে মিল আছে?
৪. প্রেমিকা বা প্রেম সম্পর্কে একটি উক্তি উল্লেখ করুন।
৫. প্রেমিকার রূপ বা গুণ বা প্রেম সম্পর্কে আপনার নিজস্ব বক্তব্য ভিন্ন পাতায় যত ছোট বা বড় ইচ্ছে লিখুন।

তথ্যগুলো ক্রমিক নম্বর অনুসারে সাজিয়ে নিলেই হবে। লেখার শেষে উল্লেখ করতে হবে আপনার বয়স, শিক্ষাগত অবস্থান, বিবাহিত বা অবিবাহিত এবং নাম উল্লেখ করবেন। নাম ছাপাতে না চাইলে লিখবেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। থাকতে হবে পুরো ঠিকানা। কারণ সেরা পত্র লেখকরা পাবেন সৌজন্য পুরস্কার।

প্রথম পুরস্কার ৫০০ টাকার প্রাইজবন্ড, দ্বিতীয় পুরস্কার ৩০০ টাকার প্রাইজবন্ড এবং তৃতীয় পুরস্কার ২০০ টাকার প্রাইজবন্ড।

লেখা ১৫ জুলাই তারিখের মধ্যে আমাদের হাতে পৌঁছাতে হবে ডাক বা কুরিয়ারযোগে। পাঠানোর ঠিকানা–

আমার প্রেমিকা

সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০